July 3, 2014

বাংলাদেশী মানবাধিকার অ্যাটর্নি আদিলুর রহমান খান 31তম বার্ষিক রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ডের (মানবাধিকার পুরস্কারের) জন্য নির্বাচিত হয়েছেন

এই পুরস্কারটি মিসেস রবার্ট এফ. কেনেডি নভেম্বর মাসে ক্যাপিটল হিল-এ দেবেন

(3 জুন, 2014 । ওয়াশিংটন ডি. সি.) - আদিলুর রহমান খান সাহেব, বাংলাদেশের মানবাধিকার আইনজীবীদের অন্যতম প্রধান, 2014-র রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ডের জন্য একজন সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, এই পুরষ্কারটি এখন 31 বছরে পা দিয়েছে। এই পুরস্কারটি বাংলাদেশের সবথেকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির উন্মোচন করবার মত সাহসী কাজগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবাধিকারের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা এবং রক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাগুলোকে সমর্থন করতে একটি পার্টনারশিপের (অংশীদারীর) সূচনা করছে।

কেরী কেনেডি বলেছেন "এমন কি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, বলপূর্বক অন্তর্ধান এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের থেকে শুরু করে সাফল্যের সঙ্গে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম আইনের প্রচারাভিযান চালানো পর্যন্ত, আদিল মানবাধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন"। "নিজের দেশে এবং বিদেশে তাঁর এই শান্তি এবং মর্যাদা রক্ষা করার কাজের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত ও নতমস্তক হয়েছি, এবং আমরা তাঁকে 2014-র রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ডের দ্বারা সম্মানিত করতে গর্বিত বোধ করছি।"

রহমান খান সাহেব হলেন মানবাধিকারের একজন অক্লান্ত রক্ষক এবং অ্যাটর্নি যিনি বহু দশক ধরে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কর্মী ছিলেন এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষকদের একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন, অধিকার-এর একজন সেক্রেটারি হিসাবে, রহমান খান সাহেব দেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান সংস্থাটির নেতৃত্ব দেন, যিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরে নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা অপব্যবহার, বলপূর্বক অন্তর্ধান, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার, সীমান্তে হত্যা, মহিলাদের ওপরে নির্যাতন এবং নির্বাচনের মত বিভিন্ন বিষয়গুলোর চিত্তাকর্ষক পরিসরের ওপরে পর্যবেক্ষণ করেন। রহমান খান সাহেব বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেলজিয়ামের ফ্রাইয়ে উনিভার্সিটেট থেকে আইনে ডিগ্রী লাভ করেছেন।

রহমান খান সাহেব 70 জন মনোনীত ব্যক্তির একটি গ্রুপ থেকে, এক মাসেরও বেশি দীর্ঘ সময়কালীন প্রক্রিয়াতে নিম্ন লিখিত বিচারকদের একটি মর্যাদাপূর্ণ প্যানেলের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন: ডীন ক্লডিও গ্রসম্যান, প্রফেসর অফ ল এবং ডীন অফ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন কলেজ অফ ল; মিস. মারিয়া ওটেরো, প্রাক্তন আন্ডার

সেক্রেটরি অফ স্টেট ফর সিভিলিয়ান সিকিউরিটি, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস; ডাঃ.উইলিয়াম শুলৎস, প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও অফ ইউনিটেরিয়ান ইউনিভার্সালিস্ট সার্ভিস কমিটি।

"আমি রবার্ট এফ. কেনেডি সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস-কে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার দিয়ে আমাকে সম্মানিত করবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমানে যে সব মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বিপদের ঝুঁকি আছে, তাদের অক্লান্ত কাজের একটি স্বীকৃতি হল এই পুরস্কারটি। বাংলাদেশের লোকেরা সাম্যতা, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়ের ওপরে ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামে 1971 সালে যোগদান করেছিলেন। যেহেতু এখন তারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বলপূর্বক অন্তর্ধান এবং পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহার ভোগ করে, তাই তাদের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে। এখন মানবাধিকার রক্ষকদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং গণমাধ্যম বা মিডিয়ার স্বাধীনতা এবং সংযোগ সংকুচিত করা হচ্ছে। এই পুরস্কারটি আমার দেশের এই সমস্ত লঙ্ঘনগুলিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে; এবং মানবাধিকার রক্ষকদের এবং অধিকার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নির্যাতিতদের পরিবারগুলোকে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করবে এবং শক্তি যোগাবে।"

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বাংলাদেশ সরকার রহমান খান সাহেব এবং তাঁর সংগঠন সহ, নাগরিক সমাজ দলের কার্যকলাপগুলোকে ক্রমবর্ধমানভাবে দমন করে রেখেছে। বিশেষত 2012 সাল থেকে, বাংলাদেশের মানবাধিকারের পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, কারণ সরকারের কাছে অবিসংবাদিত ক্ষমতা একত্রিত হয়েছে এবং নাগরিক সমাজের সমালোচনাগুলিকে কঠোর দমন নীতি দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, যে সব মানবাধিকারের রক্ষকরা, হুইসিল ব্লোয়াররা (যারা নিজের কর্মস্থলের খারাপ বা অবৈধ কাজের কথা ফাঁস করে দেয় বা প্রচার করে) এবং যে সব সাংবাদিকেরা জনগণের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো প্রকাশ করছেন তাদের ওপরে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। সরকার অধিকার-এর মানবাধিকারের প্রোজেক্টগুলোর জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং খেয়াল-খুশি মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে তদন্ত করাচ্ছে। এছাড়াও সম্প্রতি রহমান খান সাহেব ও তার সহকর্মীদের মানবাধিকারের কাজকর্মের কারণে "তথ্য জালিয়াতি" এবং "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করা" এই মিথ্যা অভিযোগের সম্পর্কে বিচার চলছে।

যেহেতু বাংলাদেশী নাগরিক সমাজের স্বাধীনভাবে প্রতিবাদের জায়গা খুব দ্রুতভাবে কমে আসছে, রহমান সাহেবের মানবাধিকারের কাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, যা সরকারের কাজের জন্য জবাবদিহি চাইছে এবং সরকারের নিরাপত্তা শাখাগুলো দ্বারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে প্রকাশ করছে।

মিসেস রবার্ট এফ কেনেডি নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে একটি অনুষ্ঠানে রহমান সাহেব-কে 2014-র রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড দেবেন। উনি ২৭টি দেশ থেকে ৩১ তম বার্ষিক পুরষ্কার প্রাপক হিসাবে, 45 জন আরএফকে হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড প্রাপক হিসাবে আরএফকে সেন্টারের সাথে একটি বহু-বার্ষিকী পার্টনারশিপের (অংশীদারির) সূচনা করছেন।

রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড সম্বন্ধে

আরএফকে হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড-টি 1984 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সব ব্যক্তিদের জন্য, যাঁরা মানবাধিকারের অংহিসভাবে অর্জনের চেষ্টায় নিজের জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান, তাদের স্বীকৃতি দেবার জন্য। হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের নিজের দেশে বহু বছর ধরে উত্সর্গীকৃত কাজের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান থাকে। বিজয়ীদের মনোনয়ন একটি সামগ্রিক বাৎসরিক মনোনয়ন এবং সমগ্র বিশ্বের থেকে জমা দেওয়া মনোনয়নের মধ্য থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

আরএফকে সেন্টার কেবলমাত্র তাদের উদ্দেশ্যের জন্য আর্থিক সহায়তাই করে না, এছাড়াও পুরস্কার প্রাপকদের সাথে একটি কৌশলগত পার্টনারশিপও (অংশীদারিত্ব) তৈরি করে। সাম্প্রতিক আরএফকে হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীরা হলেন রাজিয়া উমরান (মিশর, 2013), লিব্রাদা পাজ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 2012), ফ্রাঙ্ক মুগিশা (উগান্ডা, 2011), এবং আবেল বারেরা হার্নান্ডেজ (মেক্সিকো, 2010)।

রবার্ট এফ. কেনেডি সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস সম্বন্ধে

রবার্ট এফ. কেনেডি সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (আরএফকে সেন্টার) 1968-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবার্ট কেনেডির আরো বেশি যথাযথ এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গীকে উপলব্ধি করবার জন্য। আরএফকে সেন্টার সাংবাদিক, লেখক এবং মানবাধিকার কর্মীদের সম্মানিত করেছে যারা প্রায়ই নিজের জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এবং আত্মত্যাগ করে, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সামনের সারিতে আছেন। এই সব সাহসী এবং উদ্ভাবনী মানবাধিকার রক্ষকদের সাথে অংশীদারিত্ব করে, আরকেএফ পার্টনারস ফর হিউম্যান রাইটস হল আরকেএফ সেন্টারের মামলা, পরামর্শদান এবং ক্ষমতা-গঠণকারী সংগঠন। অধিকার-আধারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং আরকেএফ পুরস্কার বিজয়ীদের ও অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের সাথে প্রলম্বিত বহু-বার্ষিকী পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব) মিলিত করে আরকেএফ পার্টনারস ফর হিউম্যান রাইটস তার আইনী দক্ষতা, বিভিন্ন সম্পদ এবং বিশ্বময় সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যের অগ্রগতি সাধনে ব্রতী হয়েছে।

রবার্ট এফ. কেনেডি সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস্ হল একটি 501 (c) (3) সেবামূলক দাতব্য সংস্থা।

যোগাযোগ:

Lydia Allen
1300 19th St., NW, Suite 750, Washington, DC 20036
Tel: 202-463-7575 x257
Email: allen@rfkcenter.org

http://rfkcenter.org/bangladeshi-human-rights-attorney-adilur-rahman-khan-selected-for-31st-annual-robert-f-kennedy-human-rights-award